সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ

বর্তমান উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রস্তর স্তম্ভে গুপ্তব্রাহ্মী লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির মুখ্য উপজীব্য সমুদ্রগুপ্তের বংশপরিচয়, বীরত্ব ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণন।

মূলপাঠ

যস্য প্রজ্ঞানুষঙ্গোচিত-সুখ-মনসঃ শাস্ত্রতত্ত্বার্থ ভর্তুঃ......স্তব্ধো.......নি......নোচ্ছ........। সৎ কাব্য শ্রীবিরোধান্বুধগুণিত-গুণাজ্ঞাহতানেব কৃত্বা বিদ্বল্লোঁকেঽবিনাশি স্ফুটবহু-কবিতা-কীর্ত্তিরাজ্যং ভুনক্তি।।৩

আর্যোহীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকর্ন্নিতৈ রোমভিঃ সভ্যেষূচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ। স্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা যঃ পিত্রাহভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি।।৪

উদ্বেলোদিতবাহুবীর্য্যরভসাদেকেন যেন ক্ষণাদুন্মূল্যাচ্যুত-নাগসেন-গণপত্যাদীন্নৃপান্সঙ্গরে। দণ্ডৈর্গ্রাহয়তৈব কোতকুলজং পুষ্পাহ্বয়েক্রীড়তা সূর্য্যে নিত্য ...... তট.....।।৭

ধর্ম্ম-প্রাচীরবন্ধঃ শশি-করশুচয়ঃ কীর্ত্তয়ঃ স-প্রতানা বৈদুষ্যং তত্ত্বভেদি প্রশম ....কুল্য....মু...তাৎর্থম্। অধ্যেয়ঃ সূক্তমার্গঃ কবি-মতি বিভবোৎসারণং চাপি কাব্যং কোনুস্যাদ্যোহস্য ন স্যাদ্ গুণ ইতি বিদুষাং ধ্যানপাত্রং য একঃ।।৮

তস্য বিবিধ-সমর-কাতাবতরণ-দক্ষস্য স্ব-ভুজ-বল-পরাক্রমৈকবন্ধোঃ পরাক্রমাঙ্কস্য পরশু-কার-শঙ্কু-শক্তি- প্রাসাসি-তোমর- ভিন্দিপাল নারাচ-বৈতস্তিকাদ্যনেক প্রহরণবিরু-ঢ়াকূল-ব্রণ-শতাঙ্ক-শোভা-সমুদ্রয়োপচিত- কান্ততরবষর্মণঃ কৌশলকমহেন্দ্র-মাহাকান্তারকব্যাঘ্ররাজ-কৌরালকমন্টারাজপৈষ্টরুরকমহেন্দ্রগিরি-কৌট্টুরকস্বামিদত্তেরন্ড পল্লকদমনকাঞ্চেয়কবিষ্ণুগোপা- বমুক্তকনীলরাজবৈঙ্গেয়কহস্তিবর্ম্ম- পালক্কো-

Scanned with CamScanner

গ্রাসেনদৈবরাষ্ট্রক-কুবেরকৌস্থলপুর কধনঞ্জয় প্রভৃতি সর্ব্বদক্ষিণাপথরাজ গ্রহণমোক্ষানুগ্রহজনিতপ্রতাপোমিশ্রমাহাভাগ্যসরুদ্রদেব-মতিল-নাগাদত্ত-চন্দ্রবর্ম্ম-গণপতিনাগ- নাগসেনাচ্যুতনন্দিবলকর্ম্মাদ্যনে- কার্য্যাবর্ত্তরাজপ্রসভোদ্ধরণোদ্ধৃত-প্রতিরথস্য সুচরিত-শতালঙ্কৃতানেক-গুণ-গণোৎসিক্তিভিশ্চরণ-তল-প্রমৃষ্টান্যনরপতি-কীর্ত্তেঃ সাধ্বসাধূদয় প্রলয়হেতুপুরুষস্যাচিন্তস্যভক্ত্যবনতি-মাত্রগ্রাহ্য মৃদুহৃদয়স্যানুকম্প-বতোহনেকগোসত সহস্রপ্রদায়িনঃ কৃপণ-দীনানাথাতুর-জনোদ্ধরণ- সন্ত্রদীক্ষাভ্যুপগতমনসঃ সমিদ্ধস্য বিগ্রহবতো লোকানুগ্রহস্য ধনদবরুণেন্দ্রান্তকসমস্য স্বভুজবল বিজিতানেক নরপতিবিভব প্রত্যর্পণানিত্য- তত্রিদশপতিগরুতুম্বুরুনারদাদের্ব্বিদ্বজ্জনোপজীব্যানেক-কাব্যক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিত-কবিরাজশব্দস্য সুচিরস্তোতব্যানেকাদ্ভুতোদারচরিতস্য লোকসময়ক্রিয়ানুবিধান-মাত্র-মানুষস্যলোকধাম্নো দেবস্য মহারাজশ্রীগুপ্তপ্রপৌত্রস্য মহারাজশ্রীঘটোৎকচপৌত্রস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তপুত্রস্য লিচ্ছবিদৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্য মহারাজাধিরাজ-শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য- সর্বপৃথিবীবিজয়-জনিতোদয়ব্যাপ্ত নিখিলাধনিতলাং কীর্ত্তিমিতস্ত্রিদশ-পতিভবনগমনাবাপ্ত-ললিত-সুখ-বিচরণামাচক্ষাণ ইব ভুবো বাহুরয়মুচ্ছ্রিতঃ স্তম্ভঃ। (যস্য প্রদান-ভুজ-বিক্রম-প্রশম-শাস্ত্রবাক্যোদয়ৈরুপর্য্যুপরি-সঞ্চয়োচ্ছ্রিতমনেকমার্গং যশঃ। পুনাতি ভুবনত্রয়ং পশুপতের্জ্জটান্তর্গুহানিরোধ-পরিমোক্ষ- শীঘ্রমিব পাণ্ডু গাঙ্গং পয়ং।।৯

এতচ্চ কাব্যমেষামেব ভট্টারকপাদানাং দাসস্য সমীপরিসর্প্পণানুগ্রহোন্মীলিতমতেঃ -খাদ্যটপকিকস্য মহাদণ্ডনায়ক - ধ্রুবভূতিপুত্রস্য সান্ধিবিগ্রহিককুমারামাত্য-মহাদণ্ডনায়কহরিষেণস্য সর্ব্বভূতহিতসুখায়াস্তু। অনুষ্ঠিতং চ পরমভট্টারক পাদানুধ্যাতেন মহাদণ্ডনায়ক তিলভট্টকেন।।

অনুবাদ

(প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের অক্ষরগুলি অত্যন্ত ভগ্ন হওয়ায় স্পষ্ট অর্থ প্রতীতি সম্ভব নয়।)

যিনি শাস্ত্রতত্ত্বের প্রকৃত সত্যকে অনুসরণ করেছিলেন, সম্মিলিত পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমতের মাধ্যমে উৎকর্ষের বিরুদ্ধ বিষয়সমূহ প্রতিহত করে তিনি বিদ্বল্লোকে স্ফুটার্থযুক্ত রমণীয় বহু করিতার মাধ্যমে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিরাজ্য ভোগ করেছিলেন। ৩

তাঁর পিতা স্নেহব্যাকুল বাষ্পযুক্ত (অথচ) তত্ত্বদর্শী চক্ষু উন্মীলিত করে ও "এস এস" বলে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, "পৃথিবী পালন কর", সেই সময় আনন্দে তাঁর

পিতার রোমগুলি হর্ষভাব প্রকাশ করে উর্ধ্বোত্থিত হয়েছিল। তুল্যবংশজাত আত্মীয়গণ ম্লান মুখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু (আনন্দিত) সভ্যগণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। ৪

(পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের অক্ষরগুলি অত্যন্ত ভগ্ন হওয়ায় স্পষ্ট অর্থ প্রতীতি সম্ভব নয়।)

সমস্ত কিছুর সীমাকে অতিক্রম করার ফলে উত্থিত বাহুবলের দ্বারা তিনি অচ্যুত, নাগসেন....কে উন্মূলিত করেছিলেন, কোতবংশজ রাজকুমার, যাঁর সৈন্যদের দ্বারা বন্দী হয়ে পুষ্পনামাঙ্কিত নগরে আনীত হয়েছিলেন, যখন তিনি ক্রীড়াগত অবস্থায়...যখন সূর্য...তট..৭

ধর্মরূপ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যাঁর চন্দ্রকিরণের মত যশ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, পাণ্ডিত দ্বারা যিনি পরমতত্ত্বকে বিদ্ধ করেছিলেন এবং প্রশান্তি.....ধার্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা উক্ত পথ অনুসরণ করা উচিত ও যেসব কাব্য কবিদের বুদ্ধি সম্প্রসারিত করে সেরূপ কাব্যও পাঠ করা উচিত – এই উপদেশ যিনি দেন, যিনি গুণবান, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তিদের একমাত্র ধ্যানাস্পদ সেই তাঁর মধ্যে সমস্ত গুণই বিদ্যমান। ৮

গদ্যাংশ ঃ এই রাজা বিভিন্ন প্রকার শত শত যুদ্ধে নৈপুণ্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং স্বীয় বাহুবলই (পরাক্রম) তাঁর বন্ধু ছিল। পরাক্রমই তাঁর বিশেষভূষণ ছিল বলে তিনি পরাক্রমাঙ্ক উপাধিধারী। পরশু, শর, শঙ্কু, শক্তি, প্রাস, অসি, তোমর, ভিন্দিপাল, নারাচ, বৈতস্তিক প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রসস্ত্রের ভয়ঙ্কর আঘাতে সৃষ্ট শত শত ক্ষত চিহ্নের শোভায় তাঁর দেহ অনেকবেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কোসলরাজ মহেন্দ্র, মহাকান্তারাধিপতি ব্যাঘ্ররাজ, কেরলনৃপতি মন্ট (মদ্র) রাজ, পিষ্টপুরের রাজা মহেন্দ্রগিরি, কোট্টুরের অধিপতি স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লরাজ দমন, কাঞ্চীপুরাধীশ্বর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গীর রাজা হস্তিবর্মা, পালক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রাধিপতি কুবের, কুস্থলপুরের অধীশ্বর ধনঞ্জয় প্রমুখ দক্ষিণাপথস্থিত রাজন্যবর্গকে প্রথমে বন্দী করে পরে অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করে স্বীয় প্রতাপের দ্বারা তিনি মহাসৌভাগ্য উৎপাদন করেছিলেন। রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রমুখ বহু আর্যাবর্তনরপতি সবলে রাজ্যচ্যুত হয়েছেন এবং এই কারণে অতিরিক্ত (বা বর্ধিত) প্রভাব অর্জনের ফলে তিনি (সমুদ্রগুপ্ত) মাহাত্ম্য লাভ করেছেন এবং সমুদয় আটবিক রাজাদের নিজ ভৃত্যে পরিণত করেছেন। সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর ইত্যাদি সীমান্তরাজ্যের রাজারা এবং মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভীর, প্রার্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি সকলে (বা, সর্বপ্রকার) করদান, আদেশপালন

Scanned with CamScanner

এবং প্রণাম করার উদ্দেশ্যে আগমন করে যাঁকে পরিতুষ্ট করেন, যাঁর শাসন অতি প্রচণ্ড, বহুসংখক রাজ্যভ্রষ্ট রাজা এবং উচ্ছিন্ন রাজবংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ফলে উৎপন্ন যাঁর যশ সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করেই শান্ত হয়েছে, দৈবপুত্র, ষাহিষাহানুষাহি, শক, মুরুণ্ড ও সিংহলাদি সর্বদ্বীপবাসি যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে কন্যা ও নানাপ্রকার উপকরণ উপঢৌকন স্বরূপ দান পূর্বক নিজ নিজ রাজ্যের শাসনাধিকার সূচক গরুড়চিহ্নিত আদেশ পত্র লাভের উদ্দেশ্যে সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন এবং যিনি এইভাবে নিজের বাহুবলের প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীকে বেঁধে রেখেছেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর রূপে স্বীকৃত। শত শত সৎকর্ম দ্বারা বিভূষিত নানাবিধ গুণের গৌরবে যে নরপতি অন্যান্য নৃপতিদের গৌরবগাথা স্বকীয় চরণতল দ্বারা পদদলিত করেছেন, সাধুদের উন্নতি এবং অসাধুদের বিনাশ সাধনের ফলে যিনি অচিন্ত্য পুরুষরূপে প্রতিপন্ন হয়েছেন কেবল ভক্তিভরে প্রমাণের দ্বারাই যাঁর হৃদয় অনুকম্পাপরিপূর্ণ হয়, যিনি স্বভাবতঃ দয়াপরবশ হয়ে বহুশতসহস্র গোধন দান করেছিলেন। যাঁর মন সর্বদা বিপন্ন, দরিদ্র, অনাথ ও পীড়িত ব্যক্তিদের কার্যে সত্র ও দীক্ষায় যাঁর মন নিমগ্ন থাকতো, মূর্তিমান লোকানুগ্রহের অবতার তুল্য এবং কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও যমের সঙ্গে যিনি তুলনীয়, নিজ বাহুবলে বিজিত বহুসংখক নরপতির ঐশ্বর্যরাশি প্রত্যর্পণে যাঁর রাজকর্মচারীবৃন্দ নিয়ত ব্যাপৃত থাকত, যাঁর পাণ্ডিতপূর্ণ তীক্ষ্ণধীর সমন্বিত গান্ধর্ববিদ্যার ললিতকৌশল দর্শন করে তুম্বুরু, নারদ প্রমুখ দেবরাজ গুরুদেব লজ্জাবোধ হয়, যিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের উপজীব্য বহুবিধ কাব্য রচনা দ্বারা কবিরাজ শব্দটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর চরিত্রের ঔদার্য ও অদ্ভুতত্ব হেতু দীর্ঘকাল ধরে লোকে তাঁর স্তব করতে পারে, কেবল লোকাচার পালন ক্রিয়া প্রভৃতির জন্য যিনি পৃথিবীবাসী মনুষ্য রূপে পরিগণিত হন সেই জগতের তেজঃস্বরূপ দেবতুল্য সমুদ্রগুপ্ত হলেন মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র, মহারাজ শ্রী ঘটোৎকচ গুপ্তের পৌত্র, মহারাজাধিরাজ শ্রী চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং লিচ্ছবিরাজের দৌহিত্র, মহাদেবী কুমারদেবীর গর্ভজাত। সেই মহারাজাধিরাজ শ্রী সমুদ্রগুপ্তের পৃথিবীজয় জনিত প্রভাব ও কীর্ত্তি নিখিল ভূমণ্ডল ব্যাপ্তকরে শোভা পাচ্ছে এবং এখানথেকে (পৃথিবী থেকে) দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন পর্যন্ত সুখে বিচরণ করছে। তাঁর কীর্ত্তি স্থাপনকারী পৃথিবীর বাহুসদৃশ উন্নত স্তম্ভটি যেন এই কথাই ঘোষনা করছে।

যাঁর প্রকৃষ্ট দান, বাহুবল, শমগুণ ও শাস্ত্রবাক্য প্রচারজনিত যশোরাশি উপর্যুপরি সঞ্চিত ও নানাপথে প্রধাবিত হয়ে পশুপতির জটাজালের অভ্যন্তরস্থ গুহামধ্যে বন্ধনমুক্ত হয়ে দ্রুত বেগে প্রবাহিত পাণ্ডুবর্ণ গঙ্গাজলের মতো ত্রিভুবনকে প্রবিত্র করছে। ৯

Scanned with CamScanner

(পঙক্তি ৩১-৩৩) সেই ভট্টরকপাদের যে দাস তাঁর সমীপে গমাগমনের ফলে তদীয় অনুগ্রহদ্বারা উন্মীলিত বুদ্ধি, খাদ্য ভাণ্ডারের ব্যবস্থাপক, মহাদণ্ডনায়ক ধ্রুবভূতির পুত্র, সান্ধিবিগ্রাহিক, কুমারামাত্য, মহাদণ্ডনায়ক সেই হরিষেণের (রচিত) এই কাব্য সকল প্রাণীর হিত ও সুখ বিধান করুক। পরম ভট্টারকের পাদানুধ্যানরত মহাদণ্ডনায়ক তিলভট্টক কর্তৃক এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পর্যালোচনা

ভারতের ইতিহাসে খ্রীঃ ৩১৯-২০ অব্দ থেকে গুপ্তযুগের সূচনা বলে ধরা হয়। কাজেই খ্রীঃ চতুর্থ শতকের প্রথম দিকের ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতি যেমন এই স্তম্ভাভিলেখে ব্যক্ত হয়েছে তেমনি সমুদ্রগুপ্তের গুণগরিমা, সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা তথা বিচিত্রমুখী প্রতিভার পরিচয়ও এই লেখে প্রতিফলিত হয়েছে। লেখের প্রথমাংশে বিধৃত হয়েছে সমুদ্রগুপ্তের চারিত্রিক গুণাবলী ও ঔদার্য, দ্বিতীয় অংশে আছে তাঁর রাজনৈতিক সমরকুশলতা, সুষ্ঠু প্রশাসন ও বহুমুখী প্রতিভা এবং অন্তিম অংশে রয়েছে সমুদ্রগুপ্তের মাতৃকুল ও পিতৃকুলের পরিচয়।

সমুদ্রগুপ্তের পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও মাতা লিচ্ছবি বংশোদ্ভূতা কুমারদেবী। লেখমতে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও শাসক রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন – এহ্যেতীত্যুপগুহ্য .... পাহ্যেবসুর্বীমিতি (শ্লোক - ৪)। বস্তুত তুল্যকুলজগণের বদনম্লানিমা অস্বীকার করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর এই আর্যগুণান্বিত পুত্রকে জীবিতকালেই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান। 'সমুদ্রগুপ্ত' নামটি অভিধা অপেক্ষা উপাধিব্যঞ্জক যিনি সমুদ্রকর্ত্তৃক গুপ্ত বা রক্ষিত অর্থাৎ সমুদ্রমেখলা পৃথ্বীপতি।

আলোচ্য এলাহবাদ প্রশস্তিমতে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর রাজনীতির কৌশলে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে সেই সময়ের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে বলা যায় যে বাস্তব পরিস্থিতি ছিল তাঁর অনুকূলে। আনুমানিক খ্রীঃ চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে শক্তিশালী কোনো শাসক ছিলেন না। বৈদেশিক শক্তি কুষাণ বংশের অস্তিত্ব তখন অবলুপ্তির পথে। শকশক্তিও তখন খর্বপ্রায়। এমতাবস্থায় গুপ্তশক্তির উন্মেষের পথে অন্তরায় কোনো ছিলনা। ফলে সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল স্বীয় শাসনাধীনে আনা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলনা। জ্ঞাতিশত্রুতা থাকলেও স্বীয় সামরিক কৌশলে ও যুদ্ধনীতির সম্যক্ প্রয়োগে সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্রাধিপত্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

পিতার কাছ থেকে রাজ্যপ্রাপ্তির পরেই সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তবিজয়ে মনোনিবেশ করেন। স্বভুজবলে তিনি ক্ষণাদুন্মূল্যাচ্যুতনাগসেনগণপত্যাদীন্ নৃপান্ সঙ্গরে আর্যাবর্তে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

অচ্যুত ছিলেন প্রাচীন উত্তরপঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রের অধিপতি। এই অহিচ্ছত্র বলতে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বেরিলি জেলার অন্তর্গত রামনগরকে বোঝায়। এই অহিচ্ছত্র অঞ্চলে যেসব তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি আনুমানিক খ্রীঃ তৃতীয় শতকের বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন সেগুলিতে "অচ্যু" নামটি অঙ্কিত আছে। ই.জে. র‍্যাপসন, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসেন সে মুদ্রায় উল্লিখিত অচ্যু এবং প্রশস্ত্যুৎকীর্ণ অচ্যুত এক এবং অভিন্ন।

নাগসেন বলতে গোয়ালিয়রের পদ্মাবতী অঞ্চলের নাগবংশীয় শাসককে বোঝানো হয়েছে। উক্ত পদ্মাবতী বলতে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের নরওয়ারের পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে সিন্ধু ও পারা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পদম-পাওয়া অঞ্চল। এই অঞ্চলে নাগমুদ্রাও পাওয়া গেছে। বাণভট্টের হর্ষচরিতে এই নাগসেনের উল্লেখ আছে—"নাগকুলজন্মনঃ সারিকাশ্রাবিতমন্ত্রস্যাসীদ্ নাসো নাগসেনস্য পদ্মাবত্যাম্"।

গণপতিনাগ সম্ভবতঃ মথুরার শাসক ছিলেন এবং এই মথুরা অঞ্চলে তাঁর শতাধিক মুদ্রা পাওয়া গেছে। পুরাণেও মথুরার নাগবংশের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। বিদিশার বা বেসনগরের শাসকরূপেও গণপতিনাগের নাম পাওয়া যায় ঐ বিদিশাঞ্চলে প্রাপ্ত কয়েকটি মুদ্রায় যদিও এমত গ্রহণযোগ্য নয়।

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উৎকীর্ণ দণ্ডৈর্গ্রাহয়তৈব কোতকুলজং পুষ্পাহ্বয়ে ক্রীড়তা অংশ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে কোতবংশ ঐ সময়ে পুষ্প নামক নগর অর্থাৎ পাটলিপুত্রে শাসন করতেন। পুষ্পাহ্বয় বা পুষ্পনামক নগর বলতে সাধারণত পুষ্পপুরী, কুসুমপুর প্রভৃতি নামে অভিহিত পাটলিপুত্রকেই বোঝাতো। তবে বেরিলির রামনগর, গোয়ালিয়রের পদ্মাবতী-মথুরা অঞ্চলের তৎকালীন শাসকদের সঙ্গে পুষ্পপুরের নামোল্লেখ থেকে অনুমিত হয় যে পুষ্পনামক নগর হল কান্যকুব্জ বা কনৌজ। কোটবংশীয়দের মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে অবশ্য অনুমিত হয় যে তাঁরা শ্রাবস্তীসন্নিহিত স্থানের অধিপতি ছিলেন।

এইভাবে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের বিরাট অংশ করতলগত করেন। প্রয়াগ, সংকেত অতিক্রম করে মথুরা ও পদ্মাবতীপুর (চম্পাবতী) পর্যন্ত তাঁর অধীনস্থ হয়। ষড়যন্ত্রী কুমারগণকে তিনি কৌশাম্বীর যুদ্ধে পরাস্ত করে অশোকের বিজয়স্তম্ভকে স্বীয়জয়স্তম্ভরূপে ব্যবহার করেন।

Scanned with CamScanner

আর্যাবর্তে প্রায় অখণ্ড আধিপত্য স্থাপন করে সমুদ্রগুপ্ত সুদূর দাক্ষিণাত্যবিজয়ে মনোনিবেশ করেন এবং "সর্বদাক্ষিণাপথরাজ" বৃন্দকে তাঁর "গ্রহণমোক্ষানুগ্রহজনিত প্রতাপ অনুভব করান। অর্থাৎ কাউকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন, কাউকে মুক্তিদেন এবং কারো প্রতি বীরোচিত দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন। হরিষেণ কথিত প্রস্তরোৎকীর্ণ সাক্ষ্যানুযায়ী সেই রাজন্যবর্গ হলেন "কৌসলকমহেন্দ্র- মাহাকান্তারকব্যাঘ্ররাজ- কৌরালকমণ্টরাজ- পৈষ্টপুরকমহেন্দ্রগিরি কোট্টুরকস্বামিদত্ত-এরণ্ডপল্লক-দমন-কাঞ্চেয়ক-বিষ্ণুগোপ- অবমুক্তকনীলরাজ বৈঙ্গেয়কহস্তিবর্ম পালক্কোগ্রসেন-দৈবরাষ্ট্রককুবের-কৌস্থলপুরকধনঞ্জয় ইত্যাদি। বস্তুত আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গকে যেমন তিনি প্রথম সুযোগেই উৎপাটিত করেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে তিনি ধর্মবিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কারণ এই অংশ তাঁর অধীনে আনার ক্ষেত্রে গ্রহণমোক্ষানুগ্রহ নীতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ তাঁদের পরাজিত করেও তাঁদের রাজ্য তিনি ফিরে দেন।

বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, রায়পুর এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর ও গঞ্জাম জেলার কিছুঅংশ উক্ত মহেন্দ্রশাসিত কৌশলের অন্তর্গত যার রাজধানী ছিল শ্রীপুর (বর্তমান সিরপুর যা রায়পুর থেকে চল্লিশমাইল পূর্বোত্তরে অবস্থিত।

মহাকান্তার অঞ্চলের সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান। ক) ড. এইচ. সি. রায়চৌধুরীর মতে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যময় উষর ভূভাগ মহাকান্তার নামে পরিচিত। খ) জে. দুব্রেইল-এর মতে উড়িষ্যার সোনপুরের দক্ষিণাংশ মহাকান্তার এর সঙ্গে অভিন্ন। গ) জি. রামদাস উড়িষ্যার মহেন্দ্র পর্বতের পশ্চিমে গঞ্জামের সংলগ্ন এলাকায় মহাকান্তারের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। ঘ) ড. আর. ভাণ্ডারকরের মতে অজয়গড় এলাকায় নাচনে-কি তলা প্রস্তরলেখোৎকীর্ণ বাকাটকরাজ পৃথিবীসেনের অধীনস্থ সামন্ত ব্যাঘ্রদেব এবং এলাহাবাদ স্তম্ভলেখোৎকীর্ণ ব্যাঘ্ররাজ অভিন্ন। (ঙ) ড. স্মিথের মতে মহাকান্তারাধিপতির আধিপত্য সম্ভবত উত্তরদিকে অজয়গড় রাজ্যের নাচনা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চ) আর. সি. মজুমদারের মতে মহাকান্তার হল উড়িষ্যার জয়পুর অরণ্য। এছাড়া কেউ কেউ মনে করেন যে বিন্ধ্যাঞ্চলে অবস্থিত গোণ্ডাবান অংশ এবং এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উৎকীর্ণ মহাকান্তার অভিন্ন যার রাজধানী ছিল মহানদীর সম্বলপুর।

কৌরালক শব্দের দ্বারা কুরাল বা কৌরাল বা কৌনাল অঞ্চলকে বোঝানো যেতে পারে। দেশটি কুরাল বা কৌরাল বা কৌনাল যা-ই হোক না কেন এইচ.সি. রায়চৌধুরীর মতে এটি কৌরাল, দীনেশচন্দ্রের মতে কৌনাল এবং বার্নেট প্রমুখের মতে এটি কুরাল। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে এটি কোলার হ্রদ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের সোনপুর অঞ্চল, দাক্ষিণাত্যের কোরাড অঞ্চল বা মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার কুলুত প্রভৃতির সঙ্গে

Scanned with CamScanner

অভিন্ন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সনাক্ত করেছেন। পি.এল.গুপ্তর মতে দক্ষিণাত্যের পূর্বউপকূলের কোনো এলাকায় কুরল নামে একটি অঞ্চল অবস্থিত ছিল যার অধিপতি ছিলেন মন্টারাজ।

অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বগোদাবরী জেলার বর্তমান পিঠা পুরম্ বা পৃথাপুরমকে গুপ্তযুগীয় মহেন্দ্রগিরি শাসিত পিষ্টপুরমের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

কোট্টুররাজ স্বামিদত্ত ছিলেন, জে.দুব্রেইলের মতে গঞ্জাম জেলার কোথুর অঞ্চলের শাসক। জে.এফ.ফ্লীট ও এস.কে. আয়াঙ্গার কোয়েম্বাটুর জেলার কোট্টুরের সঙ্গে একে অভিন্ন বলে মনে করেন। এইচ.সি. রায়চৌধুরী উক্ত কোট্টুর বিশাখাপত্তনম জেলার পর্বতপাদদেশে অবস্থিত বলে মনে করেন। জি.রামদাস এর মতে মহেন্দ্রপর্বতসন্নিকটস্থ কোট্টুরই হল আলোচ্য প্রশস্তিতে উল্লিখিত কোট্টুর।

এরণ্ডপল্লের সঠিক অবস্থান সম্পর্কেও ভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। ক) জে. এফ. ফ্লীটের মতে উক্ত এরণ্ডপল্ল হল মহারাষ্ট্রের পূর্ব খান্দেশ জেলার এরাণ্ডোল। খ) জে. দুব্রেইল মনে করেন যে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার চিকাকোল নামক স্থানের নিকটবর্তী এরণ্ডপল্লি হল উক্ত এরণ্ডপল্ল। গ) জি. রামদাস বিশাখাপত্তনমের এণ্ডিপল্লি বা ইলোর তালুকের এণ্ডপিল্লিকে এরণ্ডপল্লের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। যা হোক, এর সঠিক সনাক্তকরণ অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। লেখমতে এই এরণ্ডপল্লের শাসক ছিলেন দমন।

লেখোক্ত বিষ্ণুগোপ ছিলেন কাঞ্চীর রাজা। উক্ত বিষ্ণুগোপ তৎকালীন পল্লববংশীয় রাজা ছিলেন যাঁর রাজধানী ছিল কাঞ্চী। বর্তমান তামিলনাড়ুর চিংলিপুট বা চিঙ্গলপুট জেলায় এই কাঞ্চীপুরম্ বা কোঞ্জীভরম্ অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণানদীর মোহনা থেকে পারা নদীর কখনো বা কাবেরী নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

কাঞ্চী ও বেঙ্গীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্ররাজ্যটি অবমুক্ত বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা এবং এর শাসক ছিলেন নীলরাজ। উক্ত বেঙ্গীর অবস্থান প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে সম্ভবত কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় ইলোরে সাতমাইল উত্তরে বেঙ্গী অবস্থিত ছিল। উক্ত বেঙ্গীর শাসক ছিলেন সালঙ্কায়ন বংশীয় রাজা হস্তিবর্মন।

পালক্কের রাজা ছিলেন উগ্রসেন। পল্লব ঐতিহাসিকগণ এলাহাবাদ স্তম্ভলেখোক্ত পালক্কের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। উক্ত পালক্ককে জে. দুব্রেইল, কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে নেল্লোর জেলার পালকদ বা পালকট বলে মনে করেন।

কুবের শাসিত দেবরাষ্ট্রকে ড. ফ্লীট ও ড. স্মিথ মহারাষ্ট্র বলে মনে করেন। জে. দুব্রেইল ও ভাণ্ডারকরের মতে এটি বিশাখাপত্তনমের য়েল্লমঞ্চিলি তালুকের সঙ্গে

Scanned with CamScanner

অভিন্ন। দীক্ষিতের মতে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার দৈবরাষ্ট্র হল এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত দেবরাষ্ট্র। পূর্বচালুক্যরাজ প্রথম ভীমের তাম্রশাসন মতে দেবরাষ্ট্রপ্রদেশের অংশবিশেষ ছিল কলিঙ্গদেশ এবং এর রাজধানী ছিল এলমঞ্চী।

ধনঞ্জয় শাসিত কুস্তলপুর বলতে ঐতিহাসিকগণ কুষ্টপুরকে চিহ্নিত করেন যা কুশস্থলী নদীর অববাহিকাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। দাক্ষিণাত্যবিজয়ের পর প্রত্যাবর্তনের পথে এই রাজ্য জয় করা সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে অযৌক্তিক নয়। বর্তমান উত্তর আর্কটজেলার কুট্টলপুর বা কুত্তলুর সম্ভবতঃ উক্ত কুস্তলপুর।

এলাহাবাদ প্রশস্তিমতে দাক্ষিণাত্যে বিজয়াভিযান সমাপ্ত করে সমুদ্রগুপ্ত পুনরায়চ উত্তরাভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। লেখমতে আর্যাবর্তে তিনি পুনরায় সর্বরাজ্যোচ্ছেত্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ, "–অনেকার্যাবর্তরাজপ্রসভোদ্ধরণোদ্বৃতপ্রভাব-মহতঃ"। বিদ্রোহী প্রতিবেশী আর্যাবর্তরাজ্যগুলির প্রসভোদ্ধরণের জন্য তিনি সমরযাত্রা করেন রুদ্রদেব-মতিল-নাগদত্ত-চন্দ্রবর্ম-গণপতিনাগ-নাগসেন-অচ্যুতনন্দি-বলবর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে।

কে. পি. জয়সওয়াল, আর.কে. মুখার্জ্জী ও কে. এন. দীক্ষিতের মতে বাকাটকবংশীয় রাজা প্রথম রুদ্রসেন হলেন এলাহাবাদ লেখোক্ত রুদ্রদেব। ডি.সি সরকারে মতে রুদ্রদেব হলেন পশ্চিমভারতের শকশাসক দ্বিতীয় রুদ্রদামন বা তাঁর পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেন। এখানে দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

এলাহাবাদ প্রশস্ত্যুৎকীর্ণ মতিল কে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরে প্রাপ্ত সীলমোহরে উৎকীর্ণ মত্তিল নামের সঙ্গে লেখোৎকীর্ণ মতিল কে অভিন্ন বলে অনেকেই মনে করেন।

লেখোৎকীর্ণ নাগদত্তকে অদ্যাবধি সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ডি. সি. সরকারে মতে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে নিযুক্ত পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গের দত্ত উপাধিধারী ভুক্তি শাসকদের কোনো পূর্বপুরুষ নাগদত্ত।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে চন্দ্রবর্মন নামে এক রাজার একটি লেখ পাওয়া গেছে। উক্ত চন্দ্রবর্মন ছিলেন পুষ্করণাধিপতি অর্থাৎ বর্তমান পোখর্ণার শাসক।

লেখোৎকীর্ণ নন্দি সম্ভবত কোনো নাগবংশীয় রাজা কারণ পুরাণে নামের শেষে নন্দি সংযুক্ত বেশ কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায় যাঁদর নাগবংশীয় বলে উল্লেক

Scanned with CamScanner

করা হয়েছে। নাগবংশোদ্ভূত আরও দুজন রাজা ও তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, এই নাগবংশকে সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন বলে এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায়। আর লেখে উল্লিখিত 'গরুড়মদঙ্ক' শব্দটিও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, গুপ্তসম্রাটদের রাজকীয় চিহ্ন গরুড় যিনি নাগসংহারকর্তা। এ প্রসঙ্গে গুপ্তবংশীয় রাজা স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লেখে যে তথ্য উল্লিখিত হয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য –

"নরপতিভুজগানাং মানদর্পোৎফণানাং প্রতিকৃতিগরুড়াজ্ঞাং নির্বিষীং চাবকর্তা।"

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত বলবর্মনকে অনেক ঐতিহাসিক কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই মত সঠিক নয়। কারণ যদি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই মত সঠিক নয়, কারণ যদি কামরূপের লেখমালায় উল্লিখিত বলবর্মনই উক্ত এলাহাবাদ লেখোক্ত বলবর্মন হতেন তাহলে এই লেখে কামরূপরাজাকে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বলে উল্লেখিত হত না বা করদ সামন্তরাজ্য রূপে পরিগণিত হত না। পি.এল.গুপ্ত উক্ত বলবর্মনকে চন্দ্রবর্মনের বংশের সঙ্গে কোনোভাবে সংযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এলাহাবাদ লেখমতে সমুদ্রগুপ্ত এর পর আটবিকরাজাদের মনোনিবেশ করেন। লেখে উৎকীর্ণ হয়েছে "সর্বাটবিকরাজস্য"। লেখমতে এই সব আটবিকরাজ্যের রাজন্যবর্গ তাঁর দ্বারা পরিচারকীকৃত হয়েছিলেন। আটবিক রাজ্য বলতে জঙ্গলরাজ্যকে বোঝায়। এখানে হরিষেণ আটবিকরাজ্য বলতে কোন অরণ্যঅঞ্চলকে বুঝিয়েছেন তা উল্লিখিত না হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ে সঠিক নির্দেশ দিতে পারেন নি। তবে এইচ. সি. রায়চৌধুরীর মতে এই আটবিক রাজ্য আলভক (গাজীপুর) এবং দবহালা (জব্বলপুর) অঞ্চলের জঙ্গলরাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল।

প্রত্যন্তদেশ ও গণরাজ্যসমূহ তাঁর সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনে বাধ্য হয় এবং তিনটি শর্তে তারা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে নেন সর্বকরদানাজ্ঞাকরণপ্রণামাগমন"। লেখে পূর্বদেশীয় পাঁচজন প্রত্যন্তনৃপতির উল্লেখ আছে – "সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্তৃপুরাদিপ্রত্যন্তনৃপতি"।

বৃহৎসংহিতা মতে সমতট প্রাচীর অন্তর্গত। বাংলাদেশের যশোহর ও খুলনা জেলায় গঙ্গাব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ অঞ্চলকেই সমতট বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। আর.সি মজুমদারের মতে মেঘনা নদীর পূর্বদিকে ত্রিপুরা নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলাসমন্বিত এলাকা সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিউয়েনসাঙের মতে উক্ত সমতট অঞ্চল ফরিদপুর,

Scanned with CamScanner

বাখরগঞ্জ, যশোর ও খুলনা জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। কুমিল্লার বারো মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বড়কামতা বা কর্মান্ত ছিল এর রাজধানী।

আসামের নওগাঁ জেলার ডবোক এবং এলাহাবাদ লেখোক্ত ডবাক, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, অভিন্ন। ড. ফ্লীটের মতে ডবাক ও ঢাকা অভিন্ন। স্মিথের মতে বগুড়া-রাজশাহী দিনাজপুর নিয়ে প্রাচীন ডবাক গঠিত ছিল। ডি. আর ভাণ্ডারকর একে ত্রিপুরা চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ বলে মনে করেন। কে. এল বড়ুয়া এটিকে মধ্য অসমের কোপিলি-যমুনা-কোলভ উপত্যকাঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ডবাক অঞ্চলের রাজধানী ছিল বর্তমান আসামের নওগাঁ জেলার ডবোক।

বর্তমান আসামের গৌহাটি ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে তৎকালীন কামরূপ অঞ্চল গঠিত ছিল।

হিমালয়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল নেপাল। উক্ত নেপালের তৎকালীন রাজা ছিলেন লিচ্ছবিবংশীয় প্রথম জয়দেব, এঁরা ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের মাতুলবংশ।

কর্ত্তৃপুরের অবস্থান প্রসঙ্গেও ঐতিহাসিকমহলে মতানৈক্য বিদ্যমান। ফ্লীটের মতে আধুনিক জলন্ধর জেলার কর্তারপুর ও কাতুরিয়া ছিল তৎকালীন কর্তৃপুর। এইচ. সি. রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখের মতে জলন্ধরের কর্তারপুর এবং কুমায়ুন, গাহড়ওয়াল ও রোহিলখণ্ডের কতুরিয়া বা কত্যুর রাজ্য নিয়ে কর্ত্তৃপুর গঠিত ছিল।

লেখোদ্ধৃত গণরাজ্যগুলি গুপ্তসাম্রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তবর্তী ছিল। সেগুলি যথাক্রমে – "মালবার্জুনায়ন-যৌধেয়-মাদ্রকাভীর-প্রার্জুন-সনকানীক-কাক-খরপরিকাদি"।

পণিনির সময় থেকেই (খ্রীঃ পূঃ ৫০০অব্দ) মালবদের অস্থিত্ব জানা যায়। গ্রীক বীর অ্যালেকজাণ্ডারের সময় এরা পাঞ্জাবে বসবাস করত। আরও পরবর্তীকালে এরা রাজস্থানের পূর্বাংশে বসতি স্থাপন করেছিল টোঙ্কের নিকটবর্তী কারকোটা নগর এলাকায় তাদের প্রচুর মুদ্রা পাওয়া গেছে। সমুদ্রগুপ্তের সময় এরা মেবার, টঙ্ক ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করছিল।

বৃহৎসংহিতামতে আর্জুনায়ন উত্তরাপথের অংশ। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ একশ শতকে মথুরা অঞ্চলে তাদের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ সব তথ্য থেকে অনুমান করা হয় যে এরা আগ্রা ও মথুরার পশ্চিমদিকের সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করত। আর.সি. মজুমদারের মতে এরা বর্তমান রাজস্থানের জয়পুর অঞ্চলে এবং স্মিথের মতে বর্তমান ভরতপুর ও আলোয়াড় রাজ্যে একা বাস করত।

Scanned with CamScanner

লেখোক্ত যৌধেয় জাতি তৎকালে উত্তর-রাজপুতানা ও দক্ষিণপূর্ব পাঞ্জাবে বসবাস করত বলে অনুমান করা হয়। জে. দুব্রেইলের মতে কুষাণরাজ বাসুদেবের মৃত্যুর পর তারা মথুরায় ছিল এবং নাগগণের প্রতিবেশী ছিল। যৌধেয়দের মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে অনেকে মনে করেন যে পাকিস্তানের শতদ্রু ও ভারতের যমুনা নদীর মধ্যে দক্ষিণে ভরতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল মদ্রক দেশ নামে সম্ভবত অভিহিত হত যার রাজধানী ছিল পাঞ্জাবের শাকল (সিয়ালকোট)। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে সিন্ধু উপত্যকাঞ্চলে বাহীকদেশের অধিবাসী ছিল এই মদ্রকগণ।

মহাভারত ও মহাভাষ্য গ্রন্থে আভীরদের নাম উল্লিখিত আছে। এরা ছিল পশ্চিম রাজপুতানার অধিবাসী বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে ঝাঁসী ও ভিলসার মধ্যবর্তী এলাকায় আহিরওয়ারা অঞ্চলে এদের একটি বসতি ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। দীনেশচন্দ্র সরকার-এর মতে উক্ত আভীরগণ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে অপরান্ত বা উত্তর-কোঙ্কণের অধিবাসী ছিল। স্মিথের মতে এরা মধ্যভারতেরই অধিবাসী এবং পার্বতী ও বেত্রবতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অর্হিবাদা অঞ্চল তাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সুরাষ্ট্রদেশের ক্ষত্রপগণের অভিলেখে তাদের নামের উল্লেখ প্রায়শরই লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে তাই এই আভীরগণ সম্ভবতঃ কাথিয়াবাড় ও গুজরাটে বা গুজরাট ও মদ্রদেশের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করত।

প্রার্জুনগণ, ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলায় বসবাস করত। এইচ. সি. রায়চৌধুরী প্রায় একই মত পোষণ করেন। তবে পি. এল গুপ্তের মতে এরা ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের বাসিন্দা।

সনকানীগণ সম্ভবত ভিলসা (বিদিশা) অথবা পূর্বমালবে বসবাস করত। উদয়গিরিতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি লেখে সনকানীকদের উল্লেখ আছে।

সাঁচীর নিকটস্থ কাকনাড়ে, স্মিথের মতে, কাকগণ বাস করত। কে. পি. জয়স্যায়াল অবশ্যমনে করেন যে এরা ভিলসা থেকে কুড়িমাইল উত্তরে কাকপুর গ্রামে বাস করত।

পি. এল. গুপ্তের মতে খরপরিগণ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে বাস করত।

এলাহাবাদ প্রশস্তির তেইশ সংখ্যক পঙক্তিতে উৎকীর্ণ হয়েছে "দৈবপুত্রষাহিষাহানুষাহি শকমুরণ্ডৈঃ সৈংহলকাদিভিশ্চ সর্বদ্বীপবাসিভি" 'দৈবপুত্রষাহিযাহানুযাহি' পদের দ্বারা,

Scanned with CamScanner

ডি. আর. ভাণ্ডারকর, আর.ডি ব্যানার্জী, আর. সি মজুমদার, এইচ সি. রায়চৌধুরী, সুধাকর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতে, কুষাণ শাসককে বোঝানো হয়েছে। ঐ সময়ে কুষাণগণ পশ্চিম পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের কিয়দংশে বসবাস করত। শকমুরুণ্ডগণও সম্ভবতঃ ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করত। ক্ষত্রপচষ্টনবংশীয় শকগণই লেখোল্লিখিত শক হওয়া উচিত। উজ্জয়িনী ছিল তাঁদের রাজধানী। সমুদ্রগুপ্তকালীন রুদ্রসিংহই উক্ত শকরাজা। Sten Konw র মতে শকভাষায় মুরুণ্ড অর্থে স্বামী (Lord) সুতরাং শকমুরুণ্ড অর্থে শকাদীশ।

সমুদ্রগুপ্তকালীন সিংহলরাজ মেঘবর্ণই তাঁর কাছে দুতপ্রেরণ করেন ও বুদ্ধগয়ার বিহার স্থাপনের অনুমোদন লাভ করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে বিভিন্ন রণকৌশল ও নীতি অনুসরণ করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে জুড়ে তাঁর একাধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল সত্য তবে তার প্রত্যক্ষ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্বে বাংলা, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ আর পূর্বপাঞ্জাবের কার্ণুল থেকে মধ্যপ্রদেশের ভিলসা বরাবর ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা এবং দক্ষিণসীমা বিস্তৃত ছিল মধ্যপ্রদেশের সগর ও দামো জেলা থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত অর্থাৎ এককথায় সমগ্র উত্তরভারত তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল। আর কাশ্মীর, পশ্চিমপাঞ্জাব, পশ্চিমরাজপুতানা, সিন্ধু ও গুজরাট তার প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে ছিল। এগুলির বেশীর ভাগই ছিল করদ রাজ্য।

এছাড়া লেখের শেষাংশে সমুদ্রগুপ্তের চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। লেখমতে তিনি ছিলেন কুবের, যম, বরুণ ও ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। "রাজার সৃষ্টি দেবতাদের অংশ নিয়ে" – মনুর এই উক্তি এই অংশে সূচিত হয়েছে।

তাঁর পিতৃপুরুষদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র, মহারাজ শ্রী ঘটোৎকচের পৌত্র, মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং লিচ্ছবিবংশের দৌহিত্র, মহাদেবীর গর্ভেজাত।

এইভাবে আলোচ্য লেখে সমুদ্রগুপ্তের বংশবৃক্ষকথন, রাজনৈতিক কৃতিত্ব, চারিত্রিক ঔদার্য, কাব্যিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যা তাঁকে ভারতের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

Scanned with CamScanner